بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের ফযল মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করে, ইবাদতের প্রতি কীভাবে আগ্রহ বা একাগ্রতা সৃষ্টি হতে পারে? আমরা চেষ্টা করি তবুও ইবাদতকে উপভোগ করার সেই বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। স্মরণ রাখা উচিত, বান্দার কাজ হলো, অবিচলতার সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখা আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যে, যা কিছু লাভ হবে তা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই লাভ হবে। কেবল তবেই সেই বিশেষ অবস্থা বা আবহ সৃষ্টি হতে পারে যা মানুষকে খোদার নিকটতর করে এবং ইবাদতের প্রতি তার আগ্রহ প্রবল করে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, **'সৎকর্ম এবং ইবাদতে আগ্রহ ও একাগ্রতা নিজ প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হতে পারে না। মানুষ যদি মনে করে, আমার নিজের চেষ্টায় তা সাধিত হবে! এটি সম্ভব নয়। এটি কেবল খোদার কৃপা এবং খোদা-প্রদত্ত সামর্থের গুণেই লাভ হয়। এর জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হলো, মানুষের হীনবল বা হতোদ্যম না হওয়া আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাঁর কৃপাধন্য হওয়া ও সামর্থ্য লাভের জন্য অনবরত দোয়া করা।'** সে যেন হতোদ্যম হয়ে বসে না পড়ে বরং অবিচলতার সাথে দোয়ায় রত থাকা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, **'এই দোয়া করতে গিয়ে মনোবল হারালে চলবে না। এভাবে অবিচলতার সাথে মানুষ যদি দোয়ায় রত থাকে তাহলে অবশেষে খোদা তা'লা নিজ কৃপায় সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যার জন্য তার হৃদয়ে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করে।'** অর্থাৎ ইবাদতের জন্য এক প্রকার উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, ইবাদত উপভোগ্য হয়ে উঠে, সে ইবাদতের স্বাদ অনুভব করে বা স্বাদ পেতে আরম্ভ করে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, **'কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি চেষ্টা-সাধনা না করে আর মনে করে, কেউ ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে আমাকে খোদার নিকটতর করবে,** খোদার নৈকট্য পাবে বা ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, বা কোন মানুষের কাছে গেলে ঝাড়-ফুঁক দ্বারা আবেদ বা ইবাদতকারী বানিয়ে দিবে! **এটি সম্ভব নয়। এটি খোদা তা'লার রীতি নয়।'**

তিনি (আ.) বলেন, **'এভাবে যে খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে সে খোদার সাথে উপহাস বা হাসি-ঠাট্টা করে আর অবশেষে ধ্বংস হয়,** এর পরিণাম হলো ধ্বংস। **সে আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে যায়।'**

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'ভালোভাবে স্মরণ রেখো, হৃদয় খোদা তা'লারই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর কৃপা যদি না হয় তাহলে দ্বিতীয় দিনই মানুষের খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া, ইসলাম থেকে বিচ্যুত**

হওয়া বা অন্য কোন বেদ্বীনী (ধর্মবহির্ভূত) কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া ও ধর্ম থেকে দূরে চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। তাই সবসময় খোদা তা'লার কৃপাভাজন হওয়ার জন্য দোয়া করতে থাকো এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাও যেন তিনি তোমাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যে ব্যক্তি খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করে সে শয়তান হয়ে যায়।' যেক্ষেত্রে খোদার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হবে, খোদাকে ছেড়ে দিবে, খোদাকে ভুলে যাবে সেখানেই শয়তানের আক্রমনে সে শয়তান হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, **'এর জন্য মানুষের ইস্তেগফারে রত থাকা উচিত যেন সেই বিষ এবং সেই উত্তেজনা যেন সৃষ্টি না হয় যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এর চিকিৎসা হলো ইস্তেগফার।'** অর্থাৎ ইস্তেগফার কর যেন সেই বিষ-মুক্ত থাকতে পারো যা শয়তানের নিকটবর্তী করে এবং অবশেষে মানুষকে ধ্বংস করে। অতএব অবিচলতা আর এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে খোদা তা'লা ছাড়া কেউ নেই। মানুষ যখন সব রাস্তা বন্ধ করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয় তখনই সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বা একাগ্রতা সৃষ্টি করে। তাই স্থায়ীভাবে খোদার দরবারে বিনত থাকতে হয় বা ঝুঁকতে হয়, তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হয়। শয়তান যেহেতু প্রতিটি মুহূর্ত আক্রমনের জন্য প্রস্তুত তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ইস্তেগফার করাও আবশ্যক। শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য ইস্তেগফার করা অত্যাবশ্যক। মানুষ যখন ইস্তেগফারের মাধ্যমে শয়তানকে বিতাড়িত করবে তখন খোদার আশ্রয়ে আসার জন্য সে ব্যাকুলচিত্তে দোয়াও করবে। উৎকণ্ঠার সাথে ইস্তেগফারও করবে অধিকন্তু উন্নতি লাভের আশায় তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যও দোয়া করতে থাকবে। মানুষের অবস্থা যদি এমন হয় অর্থাৎ এই আবহ সৃষ্টি হলেই আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কৃপাভাজন করেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে তাঁর দাসত্ব করার এবং সৎকর্ম করার সামর্থ দিন আর অবিচলতার সাথে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।